প্রথম আলো
তারিখ: 08 JUL 2005

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের এক গ্রুপের হামলায় অন্য গ্রুপের ৬ জন গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রদলের এক গ্রুপের হামলায় অপর গ্রুপের ছয় কর্মী মারাত্মক আহত হয়েছেন। হলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বুধবার গভীর রাতের ওই হামলায় আহতদের মধ্যে দুজনকে পঙ্গু ও চারজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শুভ্র, মৃত্তিকা বিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের শিশির, জুনায়েদ ও চতুর্থ বর্ষের বাবু এবং গণিতের তৃতীয় বর্ষের ফয়সাল ও দ্বিতীয় বর্ষের বাবলু। এর মধ্যে শুভ্র ও শিশিরের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানান। ছাত্রদল এ ঘটনায় জড়িত ছয়জনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার ও ফজলুল হক হলের কমিটি বিলুপ্ত করেছে।

হলের ছাত্ররা জানান, রাত আড়াইটার সময় ঘুমিয়ে পড়া এই ছাত্রদল কর্মীদের কক্ষগুলোতে গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে শাবল ও হকিস্টিক দিয়ে হামলা করা হয়। জানা গেছে, এই হামলায় অংশ নেন ছাত্রদলের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী সরকার শুভ, সহ-সভাপতি রুমন, যুগ্ম সম্পাদক হাসান, সদস্য সেলিম, মনিসহ ১০-১২ জনের পৃথক চারটি দল।

ছাত্ররা জানান, আক্রান্তদের চিৎকারে ছাত্ররা জেগে উঠলেও কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস পাননি। হামলাকারীরা শুধু মারধরই নয়, হলের ৩৬০, ২১৮, ৩২৪ ও ৩০১০ নম্বর কক্ষ ভাঙচুর করে। এ সময় শুভ ও শিশিরকে [illegible] দিয়ে মাথায় ও পায়ের বিভিন্ন অংশে আঘাত করা হলে তারা জ্ঞান হারায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাত ৪টার সময় তাদেরকে হল গেটের সামনে ফেলে রাখা হয়। একজন ছাত্র জানান, শুভ্রকে লেপ দিয়ে মুড়িয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, শুভ্র চার হাত-পা মারাত্মক জখম হয়েছে। শিশিরের মাথায় ১০টি সেলাই দিতে হয়। হামলার সময় বর্ধিত ভবনের ৩০১০ নম্বর কক্ষের ছাত্র বাবলুর একজন অতিথি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আহত হন।

হলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বুধবার রাতের হামলাকারী ও আক্রান্ত নেতা-কর্মীদের সবাই সাবেক সভাপতি লাল্টু গ্রুপের কর্মী ছিল। গত কমিটির বিদায়ের পর লাল্টুর কর্মীদের একটি অংশ, বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েলের গ্রুপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। গতকালের হামলায় জুয়েল গ্রুপের সবাই আহত হয়েছেন। অপর অংশ বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবুর সমর্থক বলে জানা গেছে। তবে শফিউল বারী বাবু তার এ ধরনের সমর্থক থাকার কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কারোরই এখন আর কোনোরকম গ্রুপিং-লবিং করার সাহস নেই। এটা সিনিয়র-জুনিয়র বিরোধ। এ ঘটনায় ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃতরা হলো রুমন, সেলিম, জাহিদ, নিশান, মহসিন ও বাশার।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ সাংবাদিকদের বলেন, প্রক্টররা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।